সংবাদ

তারিখ 05 APR 2007
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৩

দর্শন সমিতির সেমিনারে আইন উপদেষ্টা

ছাত্ররাজনীতির আগে দরকার শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করা

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেছেন, ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে হলে আগে শিক্ষক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষকরা নিজেরা রাজনীতি করবেন আর রাজনীতির জন্য ছাত্রদের গালি দেবেন তা হতে পারে না। তিনি বলেন, শিক্ষকরা সব কিছুর জন্য নেতাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বছরের পর বছর নেতাদের অন্ধ অনুসরণ করা হয়েছে। এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

গতকাল বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে বাংলাদেশ দর্শন সমিতি আয়োজিত 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা : শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সমস্যা' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি

বন্ধ : পৃ: ২ ক: ৪

বন্ধ : রাজনীতি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

এসব কথা বলেন

ব্যারিস্টার মইনুল বলেন, রাজনীতিবিদদের বিশাল ব্যর্থতার কারণেই সামরিক বাহিনী 'ব্যাকআপ' হিসেবে কাজ করেছে। তাই আজ এই বিশাল পরিবর্তন।

সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এসএম শাহজাহান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক এম আসাদুজ্জামান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম।

প্রধান অতিথি ছাত্ররাজনীতি সম্পর্কে বলেন, ছাত্ররা যে লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি করে তা লজ্জার বিষয়। বর্তমানে ছাত্ররা ছাত্র থাকছে না, শিক্ষকরা শিক্ষক থাকছে না।

তিনি শিক্ষকদের উদ্দেশে বলেন, টাকা-পয়সার প্রয়োজন হলে অন্য পেশায় যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যে বেতন-ভাতা নিচ্ছে, বিনিময়ে জাতিকে কি দিচ্ছে তারা? বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভুয়া ভর্তির দায়ভার শিক্ষকদেরই নিতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতায় থাকলে শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবেই থাকতে হবে।

ব্যারিস্টার মইনুল বলেন, দেশে যে সংকট তৈরি হয়েছে তা থেকে উত্তরণের পথ সহজ নয়। তবে পরিবর্তনের সময় এসেছে।

প্রধান অতিথি তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ্রেণীর শিক্ষক একাধিক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছেন। তারা জ্ঞান দানের চাইতে অর্থ উপার্জনকেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। নতুন প্রজন্মকে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করতে হলে শিক্ষকদের এ পথ ছাড়তে হবে।

সাবেক উপদেষ্টা এসএম শাহজাহান বলেন, অতীতে লেজুড়বৃত্তি ও ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতি ছিল না। তখন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়াই রাজনীতিতে আসত। বর্তমানে চলছে লেজুড়বৃত্তি রাজনীতি।

সাবেক উপদেষ্টা আরও বলেন, এসএসসি ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সংস্কার করা দরকার।

অধ্যাপক আসাদুজ্জামান বলেন, দেশের সব স্থানে পচন ধরেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রেও পচন ধরেছে। একাডেমিক ফ্রিডমের মধ্যে জবাবদিহিতার অভাব দেখা দিয়েছে। তিনি বলেন, '৭৩-এর অধ্যাদেশে গলদ রয়েছে। এতে ডিনদের এত ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে তারা যা খুশি তা করেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবার এ অধ্যাদেশ লংঘিত হয়েছে।

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।